খান ফাউন্ডেশন











প্রশিক্ষণ সহায়িকা

ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবেলা



Khan Foundation, a non-profit privat philanthropic organization (PVDO) working on promoting Democracy and Socio-economic Development in Bangladesh strongly believes in Democracy for Development although at present those democratic ideals may seem meaningless to the people of this country who live befow the poverty line. This hard fact has impelled the foundation to adapt a certain empowerment of the poorest of the poor and lead them to participate effectively in the local government, local level planning and other different facets of the democratic process. Accordingly, the foundation has undertaken a number of activities to consolidate and sustain the democratic traditions as well as stimulate a "Democtatic Culture' in the country. As part of its democracy programmes, Khan Foundation has developed two major nation-wide training programmes entitled "Effective Involvement of Elected Women Members in the Local Government Structure : A Participatory Approach" and "Capacity Building of Union Parishad (Local Government) Members : Good Governance at the Grass-roots Level'. The training of elected women members (EWMs) programme provides participatory training workshops and aims to obtain women's active participation in decision-making at the local as well as national level to strengthen local government, and institutionalize democracy in Bangladesh. Since 1994, Khan Foundation organized workshops for nearly 40,000 EWMs of the Union Parishades- the lowest tires of the local government. The second programme involves the chairmen, male as well ensure effective participation of the community throught their elected representatives at all levels of administration and promote good governance at the grass-roots level.

The UP members strongly urged that the rules and procedures of the Union parishad be translated to Bengali so that they can grasp it well, in order to abide by the rules in discharging their official duties as members of Union Parishad. In this respect Khan Foundation has published for the third time, this detailed Handbook in Bengali for distribution not only to the Up members but also for those who are interested in the affairs of Union Parishad. Women and Children related laws and regulations applicable in Bangladesh have also been included. We hope the Up members will find the Handbook very useful and it succeeds in serving its purpose to those who really require it.



প্রশিক্ষণ সহায়িকা

ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবেলা

বিষয়ক কর্মশালা



খান ফাউন্ডেশন



সম্পাদনা

এডভোকেট রোখসানা খন্দকার

সহযোগিতায়

মাহমুদা খাতুন
আসমাউল হুসনা
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
মোঃ সালাহউদ্দিন

অলংকরণ

দিদারুল হক রানা
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
কম্পিউটার শাখা, খান ফাউন্ডেশন

প্রকাশনা

খান ফাউন্ডেশন

@ স্বত্ব

খান ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল ঃ ২০০৮

মুখবন্ধ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এ দেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে প্রাচীন একটি প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্ব শাশিত স্থানীয় কমিটি স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে জন সাধারণকে শাসন কার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিয়েছিল তারই ক্রমবিকাশের ফলশ্রুতি হল বাংলাদেশের চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। এ কথা অনস্বীকার্য যে কার্যকরী স্থানীয় সরকার ছাড়া গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, নিজস্ব সংস্কৃতি, ভৌত-অবকাঠামো এবং মানব উন্নয়ন কাংঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছান কষ্টসাধ্য। বর্তমানে রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবীসহ সকল পেশার অধিকাংশ মানুষ এটা উপলব্ধি করেছেন ও গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানিক ও স্থায়ী রূপদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। একে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন তাদের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপযুক্ততা এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। উল্লিখিত বিষয়সমূহ প্রকৃত অর্থে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের সার্বিক সহযোগিতা ও স্থানীয় সরকারসমূহ প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপযুক্ততা এবং নেতৃত্বের বিকাশ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যায় অধিকাংশ প্রতিনিধি নিজেদের গড়ে তোলার এবং নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ পান না। সে দিকে লক্ষ্যে করে সরকারের পাশাপাশি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে খান ফাউন্ডেশন দীর্ঘ একযুগেরও বেশী সময় ধরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে যার ফল ইতোমধ্যে জনপ্রতিনিধিদের কার্যক্রমে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ প্রচেষ্টাকে সুদৃঢ় করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে আরও বেশী উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ উপলব্ধি থেকে খান ফাউন্ডেশন ডিএলজিপি কার্যক্রম (ইউএসএআইডি'র সহায়তায় পরিচালিত, আরটিআই ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক বাস্তবায়িত)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের ৭টি জেলার ৩৫টি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ "সিডর" এর সম্মুখিন হয়। গত ১৫ নভেম্বর ২০০৭ ঘূর্নিঝর সিডর বাংলাদেশের উপকূল বর্তী অঞ্চলে আঘাত হানে। এতে জীবন ও সম্পদের ব্যপক ক্ষতিসাধন হয়। হাজার হাজার মানুষ এখনও মানবেতর জীবন যাপন করছে যদিও দর্যোগের পূর্বে স্থানীয় জনসাধারণকে সতর্ক করা হয়েছিল তার পরও জান মালের ব্যপক ক্ষয় ক্ষতি এড়ানো যায়নি। রাষ্ট্র যন্ত্র এবং সমগ্র দেশবাসী এই দুর্যোগ অত্যন্ত সাহসের সাথে মোকাবেলা করছে। সমগ্র বিশ্ব বাংলাদেশের পাশে এসে দাড়ায় । কিছু কিছু কারনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বেড়ে গিয়েছে । তাই এ ধরণের দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য আমাদেরকে আরও বেশী সচেতন হতে হবে । এবং আমরা অবশ্যই এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেব। আমাদের উপকূলবর্তী অঞ্চল যেহেতে প্রতিবছরই বন্যা, ঝড় এবং জলোচ্ছাসে আক্রান্ত হয় সেহেতু স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের যথাযথ ভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। আর তাই খান ফাউন্ডেশন ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রশিক্ষনের আয়োজন করেছে।

এ প্রশিক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করবেন। এ প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগ মোকাবেলায় সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হবেন। দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে একজন নেতা বা কর্মীর দুর্যোগপূর্বকালীন, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় করনীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং স্ব স্ব এলাকার জনগণকে সঠিক নেতৃত্ব ও সহযোগীতাদানের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস করতে পারবেন। এই একদিনের প্রশিক্ষণ মডিউলটিতে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বিস্তারিত তথ্য বর্ণিত হয়েছে যার মাধ্যমে প্রশিক্ষনার্থীরা বিষয় সমূহ বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক দর্শনের আলোকে বাস্তবায়নে সক্ষম হবেন। এছাড়াও প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রশিক্ষনার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যাতে পরবর্তীতে তারা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় সমূহ বুঝতে সক্ষম হন।

ধন্যবাদান্তে

এডভোকেট রোখসানা খন্দকার



সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	দুর্যোগ	০৬
২.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	০৬
৩.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় নীতি	০৮
৪.	পূর্ব সতর্কতা	১০
৫.	জরুরী অবস্থায় কার্যকরভাবে সাড়া দেয়ার যাচাই তালিকা	১২
৬.	ইউনিয়ন পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব	১৩
৭.	ত্রাণ বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ	১৫
৮.	মহিলা ইউপি সদস্যদের করনীয়	১৫
৯.	আলোচনা সভা	১৬



সময়সূচী :

একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা :

০৯:০০-১১:০০	১১:০০-১১:১৫	১১:১৫-০১:০০	০১:০০-০২:০০	০২:০০-০৪:০০
১. দুর্যোগ ২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৩. দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনায় জাতীয় নীতি ৪. পূর্ব সতর্কতা	চা বিরতি	৫. জরুরী অবস্থায় কার্যকরভাবে সাড়া দেয়ার যাচাই তালিকা। ৬. ইউনিয়ন পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব	দুপুরের খাবার	৭. ত্রাণ বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ৮. মহিলা ইউপি সদস্যদের কারনীয় ৯.আলোচনা সভা



ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবেলা বিষয়ক কর্মশালা

১. দুর্যোগ

দুর্যোগ বলতে কী বোঝায়? সাম্প্রতিক কালে সৃষ্ট কিছু দূর্যোগের নাম বলুন।

দুর্যোগ একটি মারাত্মক অবস্থায় যা সম্পদ, অবকাঠামো এবং সেবা সমূহের মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতি, ব্যাপক প্রাণহানি, আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর আহতাবস্থা এবং গৃহহীনতাকে নির্দেশ করে। দুর্যোগ হলো প্রকৃতি বা মানব সৃষ্ট আপদ দ্বারা সংঘটিত এমন এক চরম পরিস্থিতি যাতে মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক জীবন, জীবিকা, সম্পদ ও শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং স্বাভাবিক জীবনধারা বিপর্যস্থ হয়ে মানব সমাজ, পরিবেশ ও প্রতিবেশকে এমন পর্যায়ে উপনিত করে যা ঐ ক্ষতিগ্রস্থ সমাজের পক্ষে এককভাবে মোকাবেলা করা কষ্ট সাধ্য বা ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

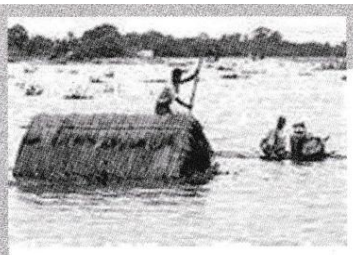
সাম্প্রতিক কালে সৃষ্ট দুর্যোগসমূহের উদাহারণ :
আমেরিকান নিউ অরলিয়েন্স রাজ্যে হারিকেন ক্যাটরিনার (আপদ) কারণে মৃত্যু, ধ্বংস এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি (দুর্যোগ)।
এশিয়ার সুনামির (আপদ) কারণে মৃত্যু ও ধ্বংস লীলা (দুর্যোগ)।
পাকিস্তানে ভূমিকম্পের (আপদ) কারণে মৃত্যু ও ধ্বংস লীলা (দুর্যোগ)।
সাভারে ভবন ধ্বসে (আপদ) পড়ার কারণে মৃত্যু ও ধ্বংস লীলা (দুর্যোগ)।
চট্টগ্রামে ভূমিধ্বসে (আপদ) মৃত্যু (দুর্যোগ)।
বাংলাদেশে বিভিন্ন দফায় বন্যায় (আপদ) মৃত্যু ও ক্ষয়-ক্ষতি (দুর্যোগ)।
ঘূর্ণিঝড় সিডরের (আপদ) কারণে মৃত্যু ও ধ্বংস লীলা (দুর্যোগ)।

দুর্যোগ কিভাবে মোকাবেলা করা যায়?
আমরা হয়ত দুর্যোগ বন্ধ করতে সমর্থ নই সম্পূর্নভাবে, কিন্তু আমরা দুর্যোগ অবস্থাকে প্রতিরোধ বা হ্রাস করতে পারি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হলো কতগুলো নীতি, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং পরিচালনা পদ্ধতি যা মানুষ সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবকে হ্রাস করে।

২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দর্শন-
প্রাকৃতিক, পরিবেশগত এবং মানব সৃষ্ট আপদ সমূহের প্রভাবে জনসাধারণ, বিশেষ করে দরিদ্রদের বিপদাপন্নতা হ্রাস করে একে একটি সহনীয় মানবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-
বর্তমানে সনাতন ত্রাণমুখী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা থেকে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উত্তরণ এবং দুর্যোগের প্রকোপ মোকাবেলায় জনগোষ্ঠীকে টিকে থাকার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উপায় হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সামর্থ জোরালো করে অনাকাঙ্খিত ঝুঁকি হ্রাস করা, সকল স্তরে সাড়া ও উদ্ধার ব্যবস্থাপনা উন্নত করা এবং বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা করা।



বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ:

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে পেশাগত করা;
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত করা এবং অংশীদারীত্বের উন্নয়ন করা;
- জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া জোরালো করা;
- ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম আপদের সময় আরও জোরদার করা;
- জরুরী সাড়া দান প্রক্রিয়া জোরালো করা।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী এমন একটি সমন্বিত কর্মসূচী যেখানে সকল আপদ, সকল ঝুঁকি এবং সকল খাত বা সেক্টরকে বিবেচনা করা স্থানীয় পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণের পরিকল্পণা এবং সেই পরিকল্পণা বাস্তবায়নের জন্য দিক নির্দেশনা এবং প্রায়োগিক কৌশলের সমন্বিত বাস্তবায়ন।

ত্রাণ নির্ভর মডেল এবং সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের মধ্যে পার্থক্য

যদিও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রথাগত ত্রাণ নির্ভর মডেল এখনো একটি প্রভাবশালী প্রক্রিয়া হিসেবে বিরাজ করছে। তবুও ত্রাণ নির্ভর থেকে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলে রূপান্তরের জন্য প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

ত্রাণ নির্ভর মডেল	সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল
সাড়া দান তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নির্ভর	পূর্ব পরিকল্পনামূলক বাস্তবধর্মী
দুর্যোগকেন্দ্রীক	দুর্যোগ ও উন্নয়নের সঠিক ভারসাম্যকেন্দ্রিক
দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়	দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ
জনগোষ্ঠীর ক্ষমতার প্রক্রিয়ার বিপরীতে অবস্থান	জনগোষ্ঠীর ক্ষমতার প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
সুশাসন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে	সুশাসন প্রক্রিয়াকে সহযোগিতা করে
জনগণকে অধিকতর নির্ভরশীল করে	নির্ভরশীলতা হতে জনগণকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করে
এ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত ওপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হতে সাহায্য করে	এ প্রক্রিয়াতে সিদ্ধান্ত ওপরের দিকে প্রবাহিত হতে সাহায্য করে
এ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণমূলক নয়	এ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণমূলক
এ প্রক্রিয়া সাড়া ও পুনর্গঠন এর উপর গুরুত্ব দেয়	এ প্রক্রিয়া প্রশমন, প্রস্তুতি, সাড়া ও পুনর্গঠনের ওপর সমান গুরুত্ব দেয়

দুর্যোগব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রমসমূহ সমন্বয় করার জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় দায়িত্ব প্রাপ্ত। এ মন্ত্রণালয় তার অধীনে তিনটি কার্যকর অধ:স্তন দপ্তরের সহায়তা নিয়ে কাজ করে থাকে। যেমন ঃ

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
২. ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর; এবং
৩. খাদ্য অধিদপ্তর



সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি কি?

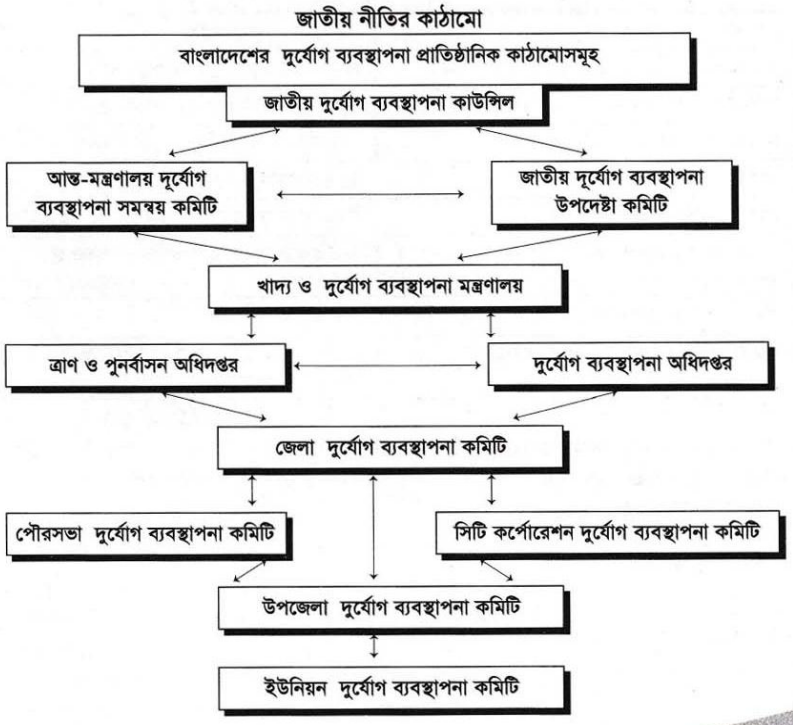
সার্বিক ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি হল :

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য অর্জনের কর্মকাঠামো এবং কর্মকাঠামো বাস্তবায়নের হাতিয়ার। এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা কাঠামো যার প্রথম ধাপটি ৫ বছর মেয়াদী কর্মসূচী আকারে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ছয়টি ক্ষেত্রে ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এটি এমন একটি সমন্বিত কর্মসূচি সকল আপদ, সকল ঝুঁকি এবং সকল খাত বা সেক্টরকে বিবেচনা করে স্থানীয় পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণের পরিকল্পনা ও সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দিক নির্দেশনা ও প্রায়োগিক কৌশলের সমন্বিত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় নীতি

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য জাতীয় নীতির কাঠামোর আওতায় একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন করা হয়েছে যা নিম্নরূপ : (তথ্যসূত্রঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো)





উপরিউক্ত কাঠামো থেকে একটি জিনিস পরিষ্কার যে, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের অন্তভূক্তিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন যে, ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমান প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার যা নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে এবং প্রাশাসনিক দ্বায়িত্ব পালন করে থাকে। এ পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ে কর আদায়ের দ্বায়িত্ব পালনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্কুল হিসেবে কাজ কারার পাশাপাশি সরকার ও জনগনের মধ্যে সার্বিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইউ.পি সদস্যরা এলাকার প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে জানে এবং প্রতিটি পরিবারের সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে অবগত। তাই এ কথা নির্দিধায় বলা যায় যে দুর্যোগ প্রতিরোধ কর্মসূচীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন ইউ.পি সদস্যরা।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়ঃ

- ❖ গুনগত উপকরণ ও ইনপুট প্রদান
- ❖ পরিবেশ বিবেচনা করা
- ❖ দুর্যোগের ধরণ বিবেচনা করা
- ❖ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় বিবেচনা করা
- ❖ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় বিবেচনা করা

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়নের ৬টি নীতিঃ

- ❑ জীবনের গুনগত মান বজায় রাখা ও তা উন্নয়ন করা
- ❑ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটানো
- ❑ সামাজিক ও আন্ত:প্রজন্ম সমতা নিশ্চিত করা
- ❑ পরিবেশের গুনগত মান ধরে রাখা ও বৃদ্ধি করা
- ❑ কর্মসূচী ও সিদ্ধান্তের সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সম্পৃক্ত করা এবং
- ❑ অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

দুর্যোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ঝুঁকি সমূহঃ

আপদ	বিপদাপন্ন সেক্টর	নির্দিষ্ট ঝুঁকি
বন্যা/ঘূর্ণিঝড়	জীবন	মৃত্যু, আহত, প্রতিবন্ধিত্ব পঙ্গুত্ব
	কৃষি	শস্য ক্ষতি বা নষ্ট, বীজ ও চারার অভাব ইত্যাদি
	স্বাস্থ্য	পানিবাহিত রোগ, সংক্রমন, ঔষধ, নার্স ও ডাক্তারের অভাব
	অবকাঠামো	রাস্তা ভেঙ্গে যাওয়া, বিদ্যালয় ধ্বসে যাওয়া, ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ব্রীজ-কার্লভাট ভেঙ্গে যাওয়া
	সেবাসমূহ	বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া
	কর্মসংস্থান	বেকারত্ব ও আয় কমা
	খাদ্য বাজার	দাম বাড়া ও উঠানামা করা
	আবাসন	ক্ষতি ও নষ্ট হওয়া
	পানি ও পরিচ্ছন্নতা	পানীয় জলের সমস্যা, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা বাধাগ্রস্থ হওয়া
	শিল্প	ক্ষুদ্র শিল্প নষ্ট হওয়া
	যোগাযোগ	যানবাহনের অভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়া



জরুরী সাড়া ব্যবস্থা সক্রিয় রাখার পদক্ষেপসমূহ ঃ

পূর্ব সতর্কতা
স্থানান্তর করা
অনুসন্ধান ও উদ্ধার করা
চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ
জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম
জরুরী চিকিৎসা সহায়তা
জরুরী পুনর্বাসন

৪. পূর্ব সতর্কতা ঃ

পূর্ব সতর্কতা হলো যা ব্যক্তি, দল জনগণের কাছে বার্তা প্রচার বা তথ্য প্রদান করে -

- ❖ আপদ সমূহ
- ❖ ঝুঁকি সম্বন্ধে
- ❖ ঝুঁকির উপাদানগুলো সম্বন্ধে
- ❖ পরিবেশ সম্বন্ধে
- ❖ সম্ভাব্য প্রয়োজন সম্বন্ধে
- ❖ বিপদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে
- ❖ বিপদ প্রতিরোধ, এড়াতে অথবা কমাতে কি করা যায় সে সম্বন্ধে।

পূর্ব সতর্কতা পরামর্শ দেয় -

প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধে

উদাহরণ : প্রাকৃতিক অথবা মানুষের সৃষ্ট কার্যক্রমদ্বারা পানি সম্পদ দূষিত হওয়ার সতর্কতা যথা- ব্যাক্টেরিয়ার কারণে দূষিত হওয়া, খনির কারণে দূষিত হওয়া ইত্যাদি।

প্রস্তুতির উপায় সম্বন্ধে

উদাহরণ : বিপদজনক আবহাওয়া, পূর্বাভাস ও সতর্কতা, প্রতিরোধমূলক উদ্ধার

প্রশমনের উপায় সম্বন্ধে

উদাহরণ : বাঁধ শক্তিশালী করতে বালির বস্তা দেয়া

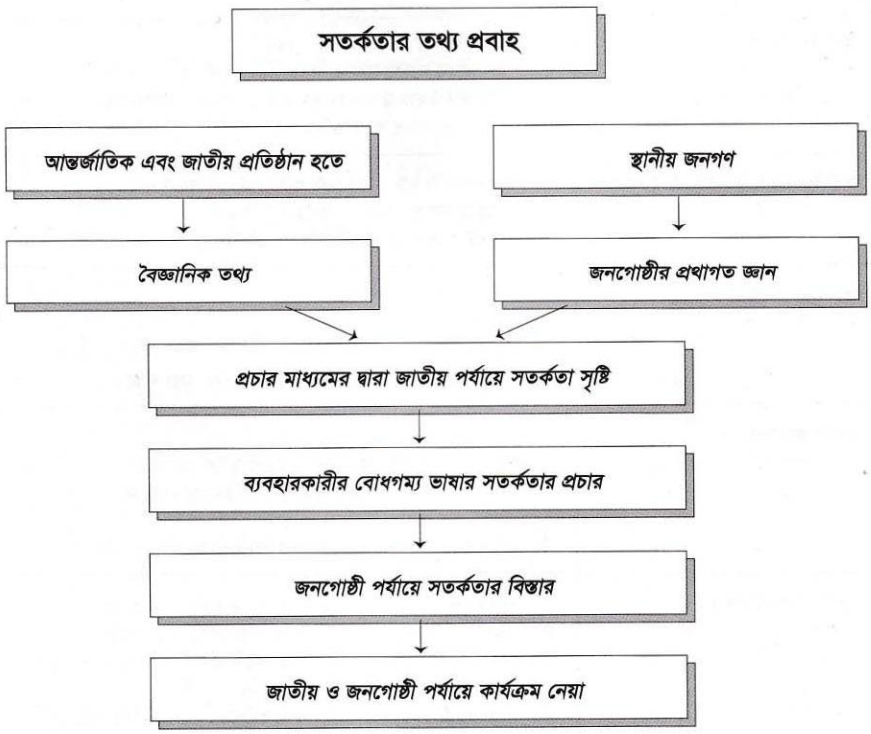
ভীতির পরিস্থিতিতে সাড়ার উপায় সম্বন্ধে

উদাহরণ : বন্যার পানিতে বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে তাই বালির বস্তা দিয়ে বাঁধ শক্তিশালী করতে সতর্ক করা, জনগোষ্ঠীকে এলাকায় সশস্ত্র দলের উপস্থিতি জানানো, সতর্কতা এবং জনগণকে উন্মুক্ত জায়গায় জড়ো হওয়ার পরামর্শ দেয়া।



পূর্ব সতর্কতা নির্দেশনা দেয়া :

- কি করতে হবে?
- কখন করতে হবে?
- কিভাবে করতে হবে?
- কাকে করতে হবে?
- কে করবে?





৫. জরুরী অবস্থায় কার্যকরভাবে সাড়া দেয়ার যাচাই তালিকা:

জরুরী অবস্থায় অর্থাৎ দুর্যোগ শুরু হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যদি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যরা বিশেষভাবে মনোযোগ দেন তবে জীবনের ক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

পূর্ব সতর্কতা	* পূর্ব সতর্কতাবস্থায় কাজ করছে * জনগোষ্ঠীর পূর্ব সতর্কতামূলক তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা প্রস্তুত আছে। * জনগোষ্ঠী পূর্ব সতর্কতা বুঝে কিনা এবং সে অনুযায়ী সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা আছে।
স্থানান্তর করা	* বিপদাপন্নতার তালিকা প্রস্তুত আছে * স্থানান্তরের জায়গা চিহ্নিত আছে এবং যথাযথ সুবিধা আছে * জনগোষ্ঠী উদ্ধার স্থল এবং উদ্ধার স্থানে যাওয়া সম্পর্কে সচেতন * স্থানান্তরের সকল সরঞ্জাম বিদ্যমান।
অনুসন্ধান এবং মুক্ত বা উদ্ধার করা	* অনুসন্ধান ও মুক্ত করার জন্য প্রশিক্ষিত দল বিদ্যমান * সেচ্ছাসেবক দল সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত * সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বিদ্যমান।
চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা	* প্রশিক্ষিত দল বিদ্যমান * মানচিত্র বিদ্যমান * প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান হাতে আছে * সকল ক্ষেত্রে মূল্যায়নের জন্য সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়েছে
জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম	* পয়োজনীয় জরুরী মজুত বিদ্যমান * প্রয়োজন অনুযায়ী নগদ টাকা পাওয়ার সুবিধা আছে * আপদ বিবেচনা করে ত্রাণ সামগ্রী বা পারিবারিক প্যাকেজ নির্দিষ্ট করা আছে * সরকার, এনজিও এবং বেসরকারী খাতের মধ্যে সমন্বয় আছে
জরুরী চিকিৎসা সেবা	* সকল চিকিৎসাকর্মী উপস্থিত আছে * জরুরী পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে * সকল চিকিৎসা সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ও কার্যকরভাবে সচল আছে; * ঔষধ ও অন্যান্য সরবরাহ প্রস্তুত আছে; * অত:পর গ্রাম্য ডাক্তার, এনজিও ও ধাত্রিদের মধ্যে সমন্বয় আছে।
জরুরী পূনর্বাসন	* সরকার, এনজিও ও বেসরকারী খাতের মধ্যে সমন্বয় আছে; * মূল্যায়ন বা অনুমিত সম্পত্তি পাবার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং এগুলো পাবার পথ খুঁজে বের করা হয়েছে। এ জন্য প্রাথমিক যোগাযোগ করে রাখা হয়েছে।



৬. ইউনিয়ন পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব

উল্লেখ্য যে জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের সাথে দুর্যোগ মোকাবেলায় সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখবেন এবং সার্বিক সহযোগিতা করবেন। তারপরও ইউ.পি সদস্যদের বিশেষ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

স্বাভাবিক সময়

ঝুঁকি পরিবেশ নির্ণয় এবং ঝুঁকি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

- আপদ, বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি নির্ণয় করা
- ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী সনাক্ত করা এবং তাদের তালিকা ও অবস্থান মানচিত্র তৈরী করা
- ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা ও সমতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।
- আপদ সংক্রান্ত পূর্বাভাস অতি দ্রুত ও কার্যকর ভাবে প্রচারের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের সমতা তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- আপদ সহনশীল স্থাপনা তৈরীর জন্য পরামর্শ প্রদান এবং উদ্বুদ্ধ করা
- আপদ সহনশীল কৃষি ও অন্যান্য জীবন ব্যবস্থা গ্রহনে জনগনকে উদ্বুদ্ধ ও সমর্থ করে তোলা
- আশ্রয় কেন্দ্রের জনগণের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং আশ্রয় কেন্দ্রে বিভিন্ন সেবামূলক কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে সমর্থ করে তোলা
- আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ এবং প্রয়োজনে অন্যান্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।
- সমাজভিত্তিক খাবার পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ও খাবার স্যালাইন তেরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা
- সমাজভিত্তিক কিছু উঁচু/শক্ত নিরাপদ স্থাপনা তৈরী করার ব্যবস্থা নেয়া যাতে জনগণ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ নিরাপদে নিতে পারে।
- জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ইউনিয়ন পর্যায়ে মজুদ রাখার ব্যবস্থা নেয়া
- উদ্ধারকার্য, প্রাথমিক ত্রাণকার্য, যোগাযোগ পূণ:স্থাপন এবং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোকে পূণর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ণ করা।

স্বাভাবিক সময়ে:

জরুরী সাড়া প্রদান পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা

সতর্ককালীন সময়ে:

- পূর্বাভাস প্রচার করা, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে অপসারণ করা, উদ্ধারকাজ ও উদ্ধার দলকে প্রস্তুত করার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা;
- পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং পূর্বাভাস প্রচারের সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা;



- জরুরী আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় সেবামূলক ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য সকলকে সতর্কাবস্থায় প্রস্তুত রাখা;
- আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের কাছের নির্ধারিত স্থান হতে নিরাপদ ও সুপেয়পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয় বিকল্পগুলো নির্ধারণ করে রাখা;
- সমাজভিত্তিক খাবার স্যালাইন তৈরি ও পানি বিশুদ্ধকরণের একটি মহড়া পরিচালনা করা এবং পানি বিশুদ্ধ করে সরবরাহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া;
- জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ইউনিয়ন পর্যায়ে মজুত রয়েছে কি-না তা খতিয়ে দেখা;
- আপদকালে জরুরি কাজ এবং দায়িত্ব সম্পর্কিত একটি চেকলিস্ট তৈরি করা;
- উদ্ধারকাজ পরিচালনা, ত্রাণকাজ এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় জরুরি উপকরণ ও লজিস্টিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে তার চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা নেয়া।

আপদকালে :

- প্রাথমিক উদ্ধারকাজ পরিচালনা এবং অন্যদেরকে উদ্ধার কাজে সহযোগিতা প্রদান করা;
- পানি শোধনের ট্যাবলেট এবং খাবার স্যালাইন প্রস্তুতসহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধের জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- নায্যতার ভিত্তিতে জরুরি ত্রাণ বিতরণ কাজের সমন্বয় করা;
- আপদ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজবে জনগণ যাতে ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে না পড়ে সেজন্য জনসাধারণকে সঠিক তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা;
- দুর্যোগকালে সহায়তা প্রদানে নিয়োজিত স্থানীয় এবং বাইরের সাহায্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের নিরাপত্তা, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা, শিশু খাদ্য সরবরাহ, আশ্রয়কেন্দ্রে সেবা প্রদান এবং সেবা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মান উন্নয়নে ব্যবস্থা নেয়া;
- আহত ব্যক্তিদের জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং মৃত ব্যক্তিদের দ্রুত দাফন এবং মৃত প্রাণীদেহের দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- জনগণের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদসমূহ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে সহযোগিতা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;
- দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে পেশ করা।

আপদ-পরবর্তী সময়ে :

পুনর্গঠন পর্যায়ে :

- প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত উপাত্ত চুড়ান্তভাবে যাচাই করে উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা;
- প্রদত্ত নীতিমালার অণুসরণে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত পুনর্বাসন উপকরণাদি সমন্বিত এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;



- প্রাপ্ত সম্পদ বিতরণের হিসাব উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করা;
- আপদ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্র হতে ফেরা জনগণ যেন তাদের পূর্বস্থানে ফিরে যেতে পারে সে জন্য সার্বিক ব্যবস্থা নেয়া;
- আপদের ফলে সৃষ্ট মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- আহত ব্যক্তিরা যেন যথোপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা পায় সেজন্য স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া এবং প্রয়োজনে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সহযোগিতার জন্য সুপারিশ করা;
- আপদকালীন ও আপদ পরবর্তী কাজের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত শিখনগুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কর্মশালার আয়োজন করা বা অন্তত আপদ পরবর্তী কমিটির যে কোন সভায় আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এর ভিত্তিতে ভবিষ্যত কর্মপন্থা উন্নত করার ব্যবস্থা নেয়া;
- এ ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলী এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক আদেশ-নির্দেশ অণুসরণ করা;
- স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ কমিটি গঠন করতে পারবেন।

৭. ত্রাণ বিতরণে ইউপি সদস্যগণ কোন কোন বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিবেন?

- ত্রাণ বন্টনে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাবেন শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং নারীরা;
- এলাকার যেসকল মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা দুর্যোগের কারণে নিঃস্ব ও অসহায় এবং লজ্জায় ত্রাণ গ্রহণে বাইরে যান না, ইউ. পি সদস্যদের দায়ীত্ব হচ্ছে তাদের খুঁজে বের করা এবং তাদের বাড়িতে ত্রাণ পৌঁছে দেয়া;
- নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা;
- ঔষধ, চিকিৎসা এবং বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা;
- ন্যূনতম বস্ত্র যেন সবার থাকে সেদিকে গুরুত্ব দেয়া

৮. মহিলা ইউপি সদস্যদের করণীয়

দুর্যোগ পূববর্তী ও পরবর্তী সময়ে মহিলা ইউপি সদস্যগণ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। যেমন-

যত দ্রুত সম্ভব সতর্কবার্তা জনগনের মাঝে পৌছানোর ব্যবস্থা নেয়া ।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে মহিলাদেরকে দুর্যোগের নানা বিষয় সম্পর্কে সচেতন করা।

প্রসূতি ও গর্ভবতী মহিলাদেরকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে নেয়ার ব্যবস্থা করা,এবং তাদের পরিচর্যার ব্যবস্থা করা।



প্রাপ্ত ত্রান সমূহ যাতে সঠিকভাবে বিতরণ হয় সেদিকে নজরদারি করা বিশেষ করে অসহায়/প্রতিবন্ধী নারী/পুরুষদের ক্ষেত্রে।

আশ্রয়কেন্দ্র সমূহে আশ্রয় গ্রহণকারী মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

৯. আলোচনা সভা

এবার আপনারা দুটি আলোচনা সভা করুন যার মাধ্যমে দুর্যোগকালীন আপনাদের কর্মপন্থা নির্ধারিত হবে।

১. দুর্যোগ পূর্ব বা জরুরী সময়ের আলোচনা সভা;

২. দুর্যোগ পরবর্তী আলোচনা সভা।



The Vision of Khan Foundation

The vision of the khan Foundation for the next millennium is firm in its goals yet quite flexible in its approach. Since the past decade, the khan Foundation has been working toward the vision of Bangladesh where Liberal Democracy flourishes and sustains along with the growth of Economic Development, where basic human rights and dignity are honoured, where the millions of underprivileged no longer suffer under the yoke of poverty, rather achieve lifestyle which is simple, yet not impoverished, which is peace furl, yet not extravagant and which is decent yet not too materialistic.

KF's Programmes

1. **Democracy Programmes**
   - 1.a Parliamentary Strengthening Programmes
   - 1.a.i. International Parliamentarians Conference in Dhaka, December 1993
   - 1.a.ii. Discussion Meeting with Parliamentarians
   - 1.a.iii Issue Based Seminar/Round Table Conference with Parliamentarians
   - 1.b Local Government Strengthening Programmes
   - 1.b.i. Effective Involvement of Elected Women Members in the Local Government Structure : A Participatory approach (EWM)
   - 1.b.ii. Capacity Building of Union Parishad (Local Government) Members: Good governance at the Grass-root level (CBUP)
   - 1.b.iii. Capacityn Building of Elected Women Members of the Union Parishan in Bangladesh
   - 1. b. iv Effective Participation of the Union Parishad Chairman, Member and Secretary in Good-governance Issues.
   - 1.b.v. Strengthening Existing Local Government Institute to perpetualt Democracy in Bangladesh
   - 1.b.vi Advocacy and Social Mobilization with Policy level People
   - 1.c Election Monitoring
2. **Human & Legal Rights Cell**
   - 2.a Women Lawyers Network
   - 2.b Women Lawyers Congress
   - 2.c Hotline Center for Protecting
3. **A World fit for Children : Commitments from grass-roots Representative**
4. **Reproductive Health Right : Implementation of ICP & CRC**
5. **Rural Credit Programme (RCP)**
6. **Study and Research**
7. **Advocacy / Mobilization**
8. **Monitoring**



RTI INTERNATIONAL

DEMOCRATIC LOCAL GOVERNANCE PROGRAM DLGP

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

সহযোগিতায় ঃ ডিএলজিপি কার্যক্রম, ইউএসএআইডি'র সহায়তায় পরিচালিত আরটিআই ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক বাস্তবায়িত